দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG 05 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

'তবে লাঠিচার্জ করেছে মহিলা পুলিশ' ।। হলে পুলিশী নির্যাতনের কথা স্বীকার করলেন বীথিকা ও শান্তা

রবিবার বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে আসেন শামসুন্নাহার হলের আলোচিত ছাত্রদল নেত্রী বাঁ থেকে লুসি, বীথিকা, তানজিন এবং সর্বডানে শান্তা—জনকণ্ঠ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা ছাত্রদলের নেত্রীরাও স্বীকার করেছেন। রবিবার বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ছাত্রদল নেত্রী শান্তা ও বীথিকা বললেন, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যই মহিলা পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তবে বীথিকা বলেন, ৩/৪ জন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তাও ভিতরে ঢুকেছিলেন। তিনি বলেন, সহকারী প্রক্টর শফিউল্লাহ স্যারের নির্দেশেই মহিলা পুলিশ ছাত্রীদের আটক করে।

তদন্ত কমিশনে লুসিসহ চার ছাত্রদল নেত্রীর সাক্ষ্য

এই ঘটনার জন্য ছাত্রদল নেত্রীরা হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফিকে দায়ী করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের চতুর্থ দিনে রবিবার শামসুন্নাহার হলের ৪ ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তা, বীথিকা, তানজিন চৌধুরী এবং হলের আরেক ছাত্রী সাক্ষ্য দেন। এ ছাড়া রোকেয়া বেগম নামে

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

তবে লাঠিচার্জ

(প্রথম পাতার পর)

এক মহিলা এসআই সাক্ষ্য দেয়ার জন্য লিখিত বক্তব্য দিয়ে আসেন। তিনিও ২/৩ পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তা হলে ঢুকেছিলেন বলে জানান। তদন্ত কমিশন ৯৪ পুলিশ, ৩২ ছাত্রী এবং ৫৫ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে থেকে কমিশন যাদের প্রয়োজন মনে করে তাদের সাক্ষ্য নেবে বলে কমিশনের কাজে সাহায্যকারী এক কর্মকর্তা জানান।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম) সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গতকাল সকাল ১০টা থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। প্রথমে হলের এক সাধারণ ছাত্রী সাক্ষ্য দেন। এর পর দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রদলের এই ৪ নেত্রী সাক্ষ্য দিতে আসেন। তাঁদের মধ্যে হল শাখার ছাত্রদল সভানেত্রী লুসি প্রথমে সাক্ষ্য দিতে রুমে ঢোকেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁর সাক্ষ্য নেয়া হয়। এর পর একে একে অন্য নেত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্য শেষে সাংবাদিকদের কাছে ছাত্রদল নেত্রী লুসি বললেন, এই ঘটনায় আমরা হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফির ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনিই ছাত্রলীগের ছাত্রীদের দিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। তাঁর কারণেই এই তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। অন্য নেত্রীরাও একই কথা বলেন। তবে বীথিকা নামে ছাত্রদল নেত্রী বলেন, হলের অবস্থা বেগতিক দেখে কয়েকজন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তা ও মহিলা পুলিশ রাত ১২ টার দিকে ভিতরে ঢুকে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের দমানোর চেষ্টা করেন। তিনি ছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের কথাও স্বীকার করেন। তবে লাঠিচার্জ করেছে মহিলা পুলিশ। বীথিকা আরও বলেন, রাত পৌনে তিনটার দিকে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীরা পুলিশ ও প্রক্টরদের উদ্দেশ করে অশ্লীল গালিগালাজ করার সময় সহকারী প্রক্টর শফিউল্লাহ স্যার উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের আটকের জন্য মহিলা পুলিশদের নির্দেশ দেন। ছাত্রদল নেত্রী শান্তাও লাঠিচার্জের কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যই পুলিশ লাঠিচার্জ করে। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, রাত ১২-১৫ মিনিটের দিকে আন্দোলনরত ছাত্রীরা ২৩৫ নং কক্ষে ঢুকে আমাদের কয়েকজন কর্মীকে মারধর করে এবং রুম ভাংচুর করে। আমরা তখন প্রক্টর স্যারদের অনুরোধ করি আমাদের বাঁচানোর জন্য। তখন ৪ সহকারী প্রক্টর একদল মহিলা পুলিশসহ ২৩৫ নং কক্ষে আসেন। এ সময় ছাত্রীরা অশ্লীল ভাষায় আমাদের এবং স্যারদের গালিগালাজ করে। এর পর রাত দিনটার দিকে অবরুদ্ধ অবস্থায় মেয়েদের দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকার শুনতে পাই।

কমিশন আরও কয়েকদিন সাক্ষ্য নেবে বলে জানা গেছে। আজ পুলিশ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।